প্রথম আলো

তারিখ 28 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বুয়েট বন্ধ ঘোষণা

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ভাঙচুর নিন্দনীয়

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন, ভাঙচুর ও শেষ পর্যন্ত অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা—এই পুরোনো 'ঐতিহ্য' থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) যেন কোনোভাবেই সরে আসতে পারছে না। পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের কারণে বৃহস্পতিবার বুয়েট আবার বন্ধ হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে হল ছাড়তে হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন ছিল অগ্রহণযোগ্য। আর আন্দোলনের নামে তারা যে ভাঙচুর করেছে, তা নিন্দনীয়।

ক্লাস শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় বিরতি দিয়েই পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করেছিল বুয়েট কর্তৃপক্ষ। ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পেছানোর দাবির পেছনে যৌক্তিক কারণ নেই। রোজার মধ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বুয়েট কেন এর ব্যতিক্রম হবে?

শিক্ষাবর্ষের হিসাবে বুয়েট সমপর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পিছিয়ে আছে। ফলে যথাসময়ে ক্লাস শেষ ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বুয়েটের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এই বাস্তবতার মধ্যেই পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটল। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে কথিত আন্দোলন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অতীতে এ ধরনের ঘটনায় ছাত্রসংসদের সঙ্গে প্রশাসন আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার পথ খুঁজে বের করলেও এখন সেই উপায় নেই। আড়াই দশক ধরে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্রসংসদের নির্বাচন হয় না।

বুয়েটের এবারের ঘটনাবলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের উচিত যথাযথ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। ভবিষ্যতে যাতে আর কখনো বুয়েটে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন না হয়, তা নিশ্চিত করার স্বার্থেই এটা জরুরি।

একই সময়ে ভিন্ন কারণে হলেও আরও কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য এটি অশনিসংকেত। *প্রথম আলো*কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় ইউজিসির চেয়ারম্যান বুয়েটসহ সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। দেশবাসী তার বাস্তবায়নই দেখতে চাইবে।